স্মারক নং....৫৬....তারিখ ঃ ২২/০৭/২৪
১) দৈনিক ....দৈনিক কিশোরগঞ্জ
২) দৈনিক ....
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়েছে

নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (১) ধারা মোতাবেক

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত, গাজীপুর।

অর্থজারী মোকদ্দমা নং-০৯/২০২৩

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড একটি বানিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠান যাহা রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ২৬ নং অর্ডার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রয়ত্ব ব্যাংক এবং তৎপরবর্তী ১৯৯৪ ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত ও ১৯৯১ সনের ব্যাংক আইন অনুযায়ী পরিচালিত একটি লিমিটেড কোম্পানী এবং যাহা ৩রা জুন, ২০০৭ তারিখে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অব ইন কর্পোরেশন নং-সি ৬৭১১৩ (৪৬০৫১)/০৭ এর মাধ্যমে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয় এবং ১৫ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয় ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ভেন্ডরস এগ্রিমেন্ট এর মাধ্যমে সরকারী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। যাহা প্রধান কার্যালয় ৩৫-৪৪, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা ঢাকায় অবস্থিত। যাহার শাখা বাংলাদেশের সর্বত্র আছে এবং যাহার একটি শাখা স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা নামে পরিচালিত পক্ষে ডেপুটি জেলারেল ম্যানেজার।

.............ডিক্রীদার।

-বনাম-

১। **মেসার্স শিকল টেক্সটাইলস লিমিটেড,** যাহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অফিসের ঠিকানা- সিটি হার্ট বিল্ডিং (১৩ তলা), ১৩/১বি, ৬৭ নয়াপল্টন, ঢাকা প্রকল্পের ঠিকানা- কেওয়া (মাদ্রাসা রোড), শ্রীপুর, গাজীপুর।

২। **জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম,** পিতা- আলহাজ্ব আবদুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক- মেসার্স শিকল টেক্সটাইল লিমিটেড, সাং- সিটি হার্ট বিল্ডিং (১৩ তলা), ১৩/১বি, ৬৭, নয়াপল্টন, ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- রশিদ ভূঁইয়ার বাড়ী, লস্তিমানিকা, পোষ্ট- গোবিন্দপুর, থানা- মেঘনা, জেলা- কুমিল্লা।

৩। **জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান,** পিতা- মৃত মোঃ আশরাফ আলী মিয়া, পরিচালক- মেসার্স শিকল টেক্সটাইল লিমিটেড, সাং- বাসা নং- ০৯, রোড নং- ০১, মিরপুর- ৬বি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- নাইকনীবাড়ী, পোষ্ট- মিরিকপুর, থানা- বাসাইল, জেলা- টাংগাইল।

৪। **জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম,** পিতা- আলহাজ্ব আবদুল খালেক সরকার, পরিচালক- মেসার্স শিকল টেক্সটাইল লিমিটেড, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- ঢাকারগাঁও, পোষ্ট- হাসানপুর কলেজ, থানা- দাউদকান্দী, জেলা- কুমিল্লা।

..............দায়িকগন।

এতদ্বারা ডিক্রিদারের প্রাপ্য ৪১,০৭,২৩,৩৬৪/- **(একচল্লিশ কোটি সাত লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত চৌষট্টি) টাকা** আদায়ের নিমিত্তে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী নিলাম ক্রেতাদেরকে অত্র বিজ্ঞপ্তিসহ তাহাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় জামানতের বিবরণ লিখিয়া সহি স্বাক্ষরিত সীল মোহরকৃত টেন্ডার আহবান করা যাইতেছে। আগামী ..২৪/৫/২৪........ ইং তারিখে বেলা ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে নিলাম ক্রয়ে ইচ্ছুক প্রত্যেক দর দাতাকে জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার আদালতের অনুকূলে দরপত্রের সহিত রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অথবা অফিসে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দাখিল করিতে হইবে। উক্ত দিবসে উপস্থিত দর দাতাদের সম্মুখে দরপত্র খোলা হইবে। সর্বোচ্চ দর গ্রহণের বিষয়টি আদালতের বিবেচনা সাপেক্ষে।

শর্তাবলীঃ

১. আগামী --২৪/৫/২৪-------- ইং তারিখে বেলা ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে সরাসরি বা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে অত্র আদালতে রক্ষিত দরপত্র গ্রহনের বাক্সে নিলাম দরপত্র দাখিল করতে হবে।

২. নিলাম দরপত্র সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম দর পত্র দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর যদি থাকে প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখে সিলমোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপর "সম্পত্তি নিলামে ক্রয়ের দরপত্র" লিখে দাখিল করতে হবে।

৩. নিলাম দরপত্রের সাথে নিলাম দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হইবে।

৪. প্রত্যেক দরদাতাকে উদ্ধৃত্ত দর অনুর্ধ ১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার শতকরা ২০%, উদ্ধৃত্ত দর-১০,০০,০০০/-(দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ-৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার শতকরা ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০% এর সম পরিমাণ টাকা জামানত স্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার **যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত,** গাজীপুর এর অনুকূলে যে কোন তফসিলি ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার দরপত্রের সাথে দাখিল করতে হইবে।

৫. দর দাতার অনুর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত্ত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনুর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত্ত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০(ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক উদ্ধৃত্ত দর গৃহীত হবার ৯০(নব্বই) দিবসের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করবেন এবং তাহা করতে ব্যর্থ হলে আদালত জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

৬. দরদাতাগণ বা তাদের প্রতিনিধিগণ (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে ঐ একই দিন অর্থাৎ ২৯/০৭/২৪------ ইং তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় দরপত্র বাক্স খোলা হবে।

৭. দরপত্রের প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক, কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে, একটি তফসিলের আংশিক সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র দাখিল হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী বা শায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যথা-সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ডিক্রীদার/ব্যাংক এর উপর বর্তাইবে না। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দর দাতাকে বহণ করতে হবে।

৯. উপরে বর্ণিত ক্রমিক নং ৫ এর অধীনে প্রথম দরপত্র দাতার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইলে উহা অর্থ আদালত ডিক্রীদারকে প্রদান পূর্বক ডিক্রীকৃত দাবীর সহিত উক্ত অর্থ সমন্বয় করিবে। এবং আদালত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানত একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপক্ষো কম না হইলে, আদালত অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৩ (৩) ধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহ্বান করিবেন, এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা আহুত হইবার পর উক্ত আইনের উপধারা ২ (খ) এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহার জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে এবং জামানতের উক্ত অর্থ ডিক্রীদারকে ডিক্রীর দাবীর সহিত সমন্বয় করিবার জন্য প্রদান করা হইবে।

১০. দরপত্র জমা দেওয়ার পর ডিক্রীর প্রস্তাবিত সম্পত্তির গুণ, মাণ, পরিমান ও অবস্থা সম্পর্কে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১. দরপত্র গৃহিত না হইলে জামানতের টাকা যথা সময়ে ফেরত দেয়া হবে।

১২. কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৩. সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও অন্যান্য কর ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১৪. আইনের বিধানমতে ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির দখল ক্রেতার অনুকুলে সমর্পনের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৫. নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ডিক্রীদার ব্যাংকের অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করতে পারবেন।

- তফসিল -

জেলা- গাজীপুর, থানা- সাবেক কাপাশিয়া হালে শ্রীপুর, জেএল নং-৭, মৌজা- কেওয়া, খতিয়ান নং- সি.এস- ১১৯, প্রজাই খতিয়ান নং- ১/২৮৩, এস.এ- ৭৮০, ৩১০, ২৮১, ২৮২, আর.এস- ৪৮৮, ৬৬৭, ১১৮১, দাগ নং- সি.এস ও এস.এ- ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৫৮০, আর.এস- ৩৫৭৫, ৩৫৭৬, ৩৫৭৮, ৩৫৭৯, ৩৫৮০, ৩৭৭২, ৩৬০৪, জমির পরিমান- ১.৩৩ (এক একর তেত্রিশ শতাংশ) একর সম্পত্তি তদস্থিত প্রকল্প ভূমিতে নির্মিত ও নির্মিতব্য প্রকল্প ভবন, দালান কোঠা, প্রকল্পে স্থাপিত/স্থাপিতব্য স্থায়ী মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি সহ বন্ধককৃত বটে। যাহার চৌহদ্দি- উত্তরে- শাহিদা রহমান গং ও ১৬৪৭ দাগের জমি, দক্ষিণে- আঃ ছত্তার গং অর্থাৎ মৃত আবুল হোসেনের ওয়ারিশগন, পূর্বে- পাকারাস্তা, পশ্চিমে- মোসলেম ও নুরুমিয়া গং।

আদেশক্রমে-

সেরেস্তাদার ২৯/০৭/২৪

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালত,

গাজীপুর।